গুনাহ থেকে ফিরে আসুন

গুনাহের আলামত ও তার ক্ষতি এবং মুক্তির পথ

গুনাহ্ থেকে ফিরে আসুন

ইমাম ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ)

মাওলানা তাহের নাক্কাশ পাকিস্তানি

অনুবাদ

মুহিব্বুল্লাহ খন্দকার

আয়ান
প্রকাশন

গুনাহ্ থেকে ফিরে আসুন

মুহিব্বুল্লাহ খন্দকার

সম্পাদনা

আয়ান টিম

প্রথম প্রকাশ

জানুয়ারি ২০২১

গ্রন্থস্বত্ব

আয়ান টিম

প্রকাশনায়

আয়ান প্রকাশন

পরিবেশনায়

মাকতাবাতুন নুর

ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা)

০১৯৭১-৯৬০০৭১

প্রচ্ছদ ও পৃষ্ঠাসজ্জা

ফেরদাউস মিকদাদ

মূল্য ২৬০ [দুই শত] টাকা মাত্র

অনলাইন পরিবেশক

E book. com, রাইয়ান সপ, রকমারি, বই পৌছে দেই, হিকমাহ শপ, ওয়াফীলাইফ, খিদমাহশপ, সিগনেচার অফ নুর, উপকূল শপ, নূর বুক শপ, ইফাদাহ শপ, কিতাব ঘর, বইশালা ডট কম, রাহাত বুক শপ, বইকেন্দ্র, বই বাজার, সিয়ান বুক শপ।

অপর্ণ

গাফেল তার গাফলতি থেকে ফিরে আসুক

- **সূচিপত্র**

- প্রাক-কথন
- ভূমিকা

তিন কারণে সাধারণত মানুষ গুনাহ্ করে

গুনাহর প্রথম কারণ

গুনাহের দ্বিতীয় কারণ

- গুনাহের তৃতীয় কারণ
- কুরআনের ভাষায় অন্যায় ও খারাপকাজে লিপ্ত হওয়ার কিছু কারণ
- দুনিয়ার ধন-সম্পদের আসল হাকিকত
- নিজের গুনাহের ব্যাপারে সাফাই দেওয়ার জন্য কমজোর ও ঠুনকো দলিল
- গুনাহ পরিত্যাক করতে ইচ্ছুককে শয়তান যেভাবে ওয়াসওয়াসা দেয়
- শয়তান মানুষ গুনাহপূর্ণ জীবনকে সুন্দর ও সুশোভিত করে দেখায়
- গুনাহের কালিমা ও তার রঙ যখন অন্তরকে ঘিরে নেয়
- অন্তর থেকে তাকওয়া-পরহেযগারী ও আল্লাহর ভয় নিঃশেষ হয়ে যাওয়া
- কিয়ামতের দিনের ব্যাপারে মিথ্যাবাদিতার শাস্তি
- লজ্জা শরম না থাকা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার বিশেষ কারণ
- খারাপ সঙ্গ, আড্ডাবাজি জাহান্নামে নিয়ে যাবার কারণ

আকিদায়ে তাওহিদের সাথে বিদ্রোহ করা সকল

গুনাহ থেকে ফিরে আসুন

- গুনাহের মূল
- গুনাহ করার পূর্বে ভালভাবে চিন্তা-ভাবনা করে নিন
- গুনাহের আলামত
- মানুষকে খারাপকাজ থেকে বাধাপ্রদান করে নিজে তাতে লিপ্ত ব্যক্তির পরিণাম
- চাকরিতে নিয়োগকৃত কর্মচারীর পক্ষ থেকে হয়ে যাওয়া গুনাহের আলামত
- গুনাহগারদের জন্য জাহান্নামের ভয়াবহতা
- লোকদেখানো আমল অতপর সেই গুনাহের শাস্তি
- গুনাহের এক আলামত হল সম্পদের প্রাচুর্য
- মাল ও দৌলত, সুনাম-সুখ্যাতি ও একাগ্রতার মধ্যেও গুনাহর আলামত
- গুনাহের অপরাধের নির্মম শাস্তি
- শেষ জামানায় গুনাহগারদের আলামত
- আসমানের নিচে সবচেয়ে নিকৃষ্ট গুনাহগারদের আলামত
- সুদ ও জেনার মত গুনাহ
- ধ্বংস ও বরবাদকারী গুনাহের আলামত
- পাঁচটি খারাপ অভ্যাস ধারণকারী গুনাহগারদের আলামত
- গুনাহগারদের বন্ধুত্বের আশাকারীদের আলামত
- বদকার বিজয়ী ও মুমিন পরাজিত হয়ে যাবে
- ধ্বংসকারী গুনাহ, যেগুলোকে অতি তুচ্ছ মনে করা হয়
- অন্তরের ভেতর গুনাহর আলামত

- গুনাহের ক্ষতিসমূহ
- ইলম থেকে বঞ্চিত হওয়া
- রিজক থেকে বঞ্চিত হওয়া
- আল্লাহ ও গুনাহগারদের মধ্যকার সম্পর্ক ভেঙে যাওয়া
- গুনাহগার ব্যক্তি ও অন্যান্য মানুষদের মধ্যে সম্পর্ক না থাকা
- মুআমালাত লেনদেন, উঠাবসা কঠিন হয়ে যাওয়া
- গুনাহগার ব্যক্তির অন্তরে গভীর অন্ধকার ছেয়ে যাওয়া
- অন্তরাত্মাকে দুর্বল ও কমজোর বানিয়ে দেওয়া
- ইতাআত (আল্লাহর আনুগত্য) থেকে বঞ্চিত হওয়া
- গুনাহগার ব্যক্তির বয়স কমে যাওয়া ও আবশ্যিক ভাবে বরকত শেষ হয়ে যাওয়া
- গুনাহ অন্যান্য গুনাহের সৃষ্টি করে
- তাওবা ও ইসতিগফার দূরত্ব তৈরি হওয়া
- অন্তর থেকে খারাপকে খারাপ মনে করার অবস্থা শেষ হয়ে যায়
- সকল খারাপকাজ পূর্ববর্তী উম্মতের রেখে যাওয়া মিরাছ
- গুনাহর কারণে বান্দা রবের কাছে নগন্য ও তুচ্ছ হয়ে যায়
- বান্দার দৃষ্টিতে গুনাহ করার ছোট ও মামুলি ব্যাপার হয়ে যায়
- গুনাহের খারাবি ও অনিষ্টতার কারণে সাধারণ মানুষ ও প্রাণিদেরও কষ্ট হয়

- নাফরমানি আবশ্যিকভাবে লাঞ্ছনা ও অপমানের কারণ হয়
- গুনাহ আকর, বুদ্ধি ও বিবেককে নষ্ট করে দেয়, বরবাদ করে দেয়
- গুনাহ যখন বেশি হয়ে যায় তখন গুনাহগার ব্যক্তির অন্তরে মোহর লেগে যায়
- গুনাহ রাসুলুল্লাহ সাঃ এর লানতের অন্তর্ভুক্ত
- আল্লাহর রাসুল সাঃ ও ফেরেশতাদের দুআ থেকে বঞ্চিত হওয়া
- অন্তরের মূল বিষয় অর্থাৎ লজ্জা শেষ হয়ে যাওয়া
- গুনাহের কারণে অন্তর থেকে আল্লাহর সম্মান শেষ হয়ে যায়
- গুনাহ ব্যক্তিকে আল্লাহর নিকট ভুলে যাবার কারণ হয়
- নেআমত থেকে বঞ্চিত হওয়া ও সাজা পাওয়া
- গুনাহর কারণে অন্তর সুস্থ না থাকা, ইসতিক্বামাত তথা অবিচলতা থেকে দুর সরে যাওয়া

পরিশিষ্ট

- গুনাহে পতিত হওয়ার কারণসমূহ
- প্রবৃত্তির অনুসরণ
- মূর্খতা
- শয়তান
- অসৎ সঙ্গ খারাপ বন্ধু-বান্ধব ও সহপাঠী
- উদাসীনতা

- দীর্ঘ আশা করা
- নযর বা দৃষ্টি
- অবসরতা
- জিহ্বা
- গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার উপায়
- আল্লাহর ধ্যান-খেয়াল
- নফসের মুহাসাবা বা হিসাবনিকাশ
- আল্লাহর স্মরণ বা জিকির করা
- সালাত প্রতিষ্ঠা

ইখলাস

যেসব কারণে গুনাহ সংঘটিত হয় তার বিপরীত চলা

প্রাক-কথন

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله-

নিঃসন্দেহে সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য, আমরা তাঁর স্তুতি বর্ণনা করি, তাঁর কাছ থেকেই সাহায্য ও সহযোগিতা অনুসন্ধান করি এবং তাঁর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করি। নিজেদের অন্তরের খারাপ প্রবৃত্তি ও বদ আমল থেকে আল্লাহ তাআলার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ তাআলা যাকে সঠিক পথের দিশা দেন তাকে পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই আর যাকে তিনি পথহারা করেন তাকে পথ দেখাবার কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। তিনি একক। তার কোন শরিক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তাআলার বান্দা ও রাসুল।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ﴾

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ তাআলাকে যেমন ভয় করা উচিৎ ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক। আর অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। [১]

[১] সূরা আলে ইমরান: ১০২

তিনি আরো বলেন—

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾

হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একজন মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞ্ঞা করে থাক এবং আত্মীয় জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন। [২]

তিনি আরো বলেন—

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্য-সঠিক কথা বল। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করে দিবেন এবং তোমাদের পাপরাশি মার্জনা করবেন। আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে। [৩]

অতপর নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম বাণী হল, আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম পথনির্দেশনা হল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[২] সূরা নিসা: ১

[৩] সূরা আহযাব: ৭০-৭১

ওয়াসাল্লাম এর পথনির্দেশনা। দ্বীন ও দুনিয়ার সকল কাজের মধ্য হতে সবচেয়ে খারাপ কাজ হল দ্বীনের মধ্যে নতুন নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা। (এর নামই হল বিদআত) আর দীনের মধ্যে প্রবেশকৃত সকল নতুন বিষয় হচ্ছে বিদআত, আর প্রত্যেক বিদআত হল ভ্রষ্টতা এবং ভ্রষ্টতার ফলস্বরূপ ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে।

আপনার হাতে এই পুস্তিকাটি হল ছোট একটি পুস্তিকা। যা গুনাহের অপকার ও ক্ষতি এবং তার ভয়াবহতার ব্যাপারে আপনাদেরকে সতর্ক করবে। কিতাবটিকে আলেমে রাব্বানি শাইখুল ইসলাম ছানি, ইমাম ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়াহ রহিমাহুল্লাহ এর **"আলজাওয়াবুল কাফী লিমান সাআলা আনিদ দায়িশ শাফি"** নামক অত্যন্ত মূল্যবান কিতাব থেকে নেওয়া হয়েছে। আল্লামা ইবুনল কাইয়িম আল জাওযিয়াহ রহিমাহুল্লাহ অন্তরের ব্যাধির প্রতি দৃষ্টিপাতকারী এবং অন্তরের রোগ সনাক্তকারী ছিলেন। তিনি নিজের যুগে যেসব বিষয়ের কথা তার কিতাবের মধ্যে লিখে রেখেছিলেন সেগুলো আজ আমাদের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনাকে বর্ণনা করে। ঐ যুগেও অধিকহারে গুনাহ ও ফিতনার প্রসার এতো ব্যাপকাকার ধারণ করেছিল যে, অন্তর এর মুসিবত ও ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে যেত। আজও সেই একই দুনিয়া প্রতিষ্ঠিত। (আল্লাহই সাহায্যস্থল)

এই পুস্তিকা যা আপনাদের হাতে, তা মূলত একটি দুষ্প্রাপ্য এবং অনন্য উপদেশ ভান্ডারের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা। আর পুস্তিকাটি লিখিত হয়েছে এমন এক মহান আলেমের পক্ষ থেকে; যিনি তাঁর মুসলিম ভাইদের ব্যাপারে একনিষ্ঠভাবে গুনাহের অপকার ও ক্ষতিসমূহ এবং তাদের ওপর গুনাহর ভয়াবহতার ব্যাপারে ভীত ছিলেন। বাস্তব কথা হল, এই পুস্তিকাটির ব্যাপারে আমাদের চিন্তা-ফিকির করার অধিকার রয়েছে। আর এবিষয়টিও জানা উচিত যে, বর্তমান যুগে উম্মতে মুসলিমার মধ্যে আমরা যে ফিরকাবন্দি; একে অপরের থেকে দূরত্ব, হিংসা ও বিদ্বেষ দেখতে পাচ্ছি এই সবকিছু

আমাদের গুনাহ এবং মহান আল্লাহ তাআলার এই ফরমানের ওপর ভিত্তি করে হচ্ছে।

তিনি বলেন—

﴿وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ﴾

তোমাদের উপর যেসব বিপদ-আপদ পতিত হয়, তা তোমাদের কর্মেরই ফল এবং তিনি তোমাদের অনেক গোনাহ ক্ষমা করে দেন।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! আমরা যদি এই আয়াতের ওপর পুঙ্খানুপুঙ্খানুরূপে চিন্তা-ভাবনা করি তাহলে আমরা আমাদের দীনে হানীফ তথা একনিষ্ঠ দীনের দিকে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করতে পারবো। আর এতে করে আমরা আমাদের হারানো গৌরবকে পুনরায় ফিরে পাবো। আমরা নিজেদের দৃঢ় আশা আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারবো। আর তখনই আমরা সেই উম্মত হয়ে যেতে পারবো যেই উম্মতকে খাইরুল উমাম তথা সর্বোত্তম উম্মত নামে জানা যায়, যে উম্মত নেককাজ ও কল্যাণকর কাজের আদেশ প্রদান করে এবং গর্হিত ও অকল্যাণমূলক কাজ থেকে বাধাপ্রদান করে।

সম্মানিত পাঠকবর্গ! এই পুস্তিকাটি পড়ার পর আমাদের সবার প্রতি আবশ্যকীয় হল, গভীর মনোযোগের সাথে এর বিষয়বস্তুর প্রতি চিন্তা-ভাবনা করা এবং এটিকে বারংবার পাঠ করা। এর দ্বারা হতে পারে আল্লাহ তাআলা আমাদের অন্তরের কঠোরতাকে দূর করে দিয়ে আমাদেরকে সিরাতে মুস্তাকিম তথা সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত করবেন। তিনি তো সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান। এই পুস্তিকাটির মধ্যে আমার কাজ কেবলমাত্র এতটুকুই যে, আমি কুরআনের আয়াত ও হাদিসগুলোকে তাখরিজ করে দিয়েছি এবং বিষয়বস্তু অনুপাতে সূচিপত্র বানিয়ে দিয়েছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে দুআ করছি, তিনি যেন দ্বীনকে বিজয়ী করে

দেন এবং বাতিলকে লজ্জিত ও অপদস্ত করে তাকে পরাজিত করেন। তিনি এতে সামর্থবান এবং তিনিই দুআ শোনা ও কবুল করার যোগ্য।

আল্লাহ তাআলা আমাদের নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাথিদের ওপর পরিপূর্ণ শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন। (আমিন)

আবদুর রহমান বিন ইউসুফ আবু ওয়াদা আসরী
মদিনা মুনাওয়ারা, সৌদি আরব
মঙ্গলবার বাদ জোহর ৪ রবিউল আউয়াল/১৪১৩ হিজরি

গুনাহের প্রবেশদ্বার

এই পুস্তিকার জন্য বিষয়বস্তুর গুরুত্বের প্রেক্ষাপট হল, গুনাহের ভিত্তিতে পুরো উম্মতে ইসলামকে শামিল করার ব্যাপারটি। এই বিষয়টি ভাল ও খারাপের সনাক্তকারী ইমাম ইবনে কায়্যিম জাওযিয়াহ রহিমাহুল্লাহ তার হৃদয়গ্রাহী বর্ণনামূলক কিতাব "আল ফাওয়ায়িদ" এর মাঝে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন আমরা তাঁর ইলমের প্রশস্ততা ও গভীর অভিজ্ঞতা এবং বেশি বেশি তাঁর দীনের বুঝ থেকে ফায়দা হাসিল করব। ইনশাআল্লাহ।

ইমাম সাহেব বলেন: মুসলমান যখন নিজেদের ফয়সালাকে কুরআন-সুন্নাহর সামনে পেশ করে তার হুকুম আহকামকে গ্রহণ করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এবং কুরআন ও সুন্নতকে যথেষ্ট মনে না করার বিশ্বাস করে নেয় এবং এর পরিবর্তে বিভিন্ন মানুষের আলোচনা ও সমালোচনার দ্বারস্থ হতে শুরু করে তখন তার চিরাচরিত অভ্যাস ও স্বভাবের মাঝে তার কারণে ফাসাদ সৃষ্টি হয়, তার অন্তরে অন্ধকার ছেয়ে যায়, তার চিন্তা-চেতনার মাঝে অপবিত্রতা এসে যায় এবং তার আকল মরে যায়, আকলকে শয়তানের দিকে মোড় ঘুরিয়ে দেয়। (যাকে এই বদনসিবরা খোলামনে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং তারা দ্বীন থেকে দূর চলে গিয়েছে।)

এই সকল ব্যাপারগুলো মানুষের মধ্যে একেবারেই স্বাভাবিক আকার ধারণ করেছে ও তাদের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী হয়ে গেছে। এমনকি এর মধ্যে ছোট ছোট বিষয়গুলোর লালনপালন ও বড়গুলোর মাঝে পরিপক্কতা এসে গেছে, যার কারণে তাকে কোন খারাপ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত মনে করল না। অতপর এমন আরো এক রাজত্ব

আসে, যেটি মানুষের মধ্যে সুন্নতের পরিবর্তে বিদআত প্রতিষ্ঠা করল। জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেকের পরিবর্তে নফসকে, হুশের পরিবর্তে নফসে খারাপ প্রবৃত্তিকে, হিদায়াতের পরিবর্তে পথভ্রষ্টতাকে, সততার পরিবর্তে মিথ্যা অবলম্বন করার মানসিকতা এবং আদল-ইনসাফ এর পরিবর্তে জুলুম প্রতিষ্ঠা করে দিল। সমকালীন রাজত্বের সময় উল্লেখিত বিষয়গুলো আরো ব্যাপকাকার ধারণ করেছে। আর এই যুগের অধিবাসীরা এইসব খারাপ ও নিন্দনীয় এবং গর্হিত কাজে নিমজ্জিত থাকার কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করছে। এর পূর্বে বিষয়টি উল্টো ছিল, মানুষ নেকের কাজ ও কল্যাণমূলক করে প্রসিদ্ধি লাভ করত ও বড় ব্যক্তিত্বে পরিণত হত।

যখন আপনি চার দিকে খারাপকাজ ও সুস্পষ্ট খারাপ ও গর্হিতকাজের রাজত্ব দেখবেন, এসব অপরাধীদের পতাকা উড্ডীন অবস্থায় এবং তাদের সৈন্য সামন্তরা নেককাজের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত দেখবেন তাহলে আল্লাহর শপথ! যমিনের পেট তার পিঠ থেকে, পাহাড়ের চূড়া তার ময়দান থেকে এবং একাকীত্ব সম্প্রীতি ও ঘনিষ্ঠতা এবং মানুষের সাথে মেলামেশা থেকে বেশি উত্তম ও বেশি সংরক্ষিত হবে। (অতপর এগুলো গ্রহণ করে নাও, এবং ফিতনা থেকে বেঁচে থাকো)

ভূমিকা

মানুষ গুনাহ কেন করে?

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمَّا فُتِحَتْ مَدَائِنُ قُبْرُسَ ، وَقَعَ النَّاسُ يَقْتَسِمُونَ السَّبْيَ ، وَيَقْرِقُونَ بَيْنَهُمْ وَيَبْكِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، فَتَنَحَّى أَبُو الدَّرْدَاءِ ، ثُمَّ احْتَبَى بِحَمَائِلِ سَيْفِهِ ، فَجَعَلَ يَبْكِي ، فَأَتَاهُ جُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ ، فَقَالَ : مَا يُبْكِيكَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ ؟ أَتَبْكِي فِي يَوْمٍ أَعَزَّ اللَّهُ فِيهِ الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ ؟ وَأَذَلَّ فِيهِ الْكُفْرَ وَأَهْلَهُ ، فَضَرَبَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا جُبَيْرُ بْنَ نُفَيْرٍ ، مَا أَهْوَنَ الْخَلْقَ عَلَى اللَّهِ إِذَا تَرَكُوا أَمْرَهُ ، بَيْنَا هِيَ أُمَّةٌ قَاهِرَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى النَّاسِ ، لَهُمُ الْمُلْكُ حَتَّى تَرَكُوا أَمْرَ اللَّهِ ، فَصَارُوا إِلَى مَا تَرَى ، وَإِنَّهُ إِذَا سُلِّطَ السِّبَاءُ عَلَى قَوْمٍ فَقَدْ خَرَجُوا مِنْ عَيْنِ اللَّهِ ، لَيْسَ لِلَّهِ بِهِمْ حَاجَةٌ

জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, যখন কুবরিস বিজয় হওয়ার পর সেখানকার বাসিন্দাদের হুলস্থুল ও আহাজারিতে ছেয়ে গেল তখন একে অপরের সামনে এসে কান্নাকাটি করতে লাগল এবং হায় হুতাশ করতে লাগল। এর মাঝে আমি আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু কে দেখতে পেলাম যে, সে একাকী বসে কাঁদছে। আমি আরয করলাম: হে আবু দারদা! আজ কি কান্নাকাটি করার দিন? অথচ আল্লাহ পাক ইসলাম ও মুসলমানদেরকে জিহাদের মাধ্যমে ইজ্জত ও সম্মান দান করেছেন এবং তাদের ওপর আল্লাহ দয়া ও অনুগ্রহ করেছেন।

আবু দারদা জবাবে বললেন: জুবাইর! আমি তোমার বড়। তুমি কি দেখনি যে, কোন মাখলুক যখন আহকামে ইলাহিকে ভেঙে ফেলে, তখন আল্লাহ তাআলার সামনে তার ইজ্জত কী আর বাকি থাকে? চিন্তা করে দেখ, এই লোকেদের কি শান-শওকত ও মান-মর্যাদা অর্জিত হয়েছিল না? তাদের কি কোন বাদশাহ ছিল না? কিন্তু যখন তারা আহকামে ইলাহির নাফরমানি করেছে, অবাধ্যতা করেছে এবং

আহকামে ইলাহিকে উপেক্ষা করেছে তখন তাদের কী দুর্দশা ও দুর্গতিটাই না হল! তুমি এই সবকিছু চোখের দ্বারা প্রত্যক্ষ করছ!

হ্যাঁ! এটিই হল সেই জিনিস, যা জাতিকে উচ্চ আসন থেকে অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করেছে। আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা ও নাফরমানি অন্তরের মহব্বতকে খতম করে দিয়ে তার মাঝে ঘৃণা দিয়ে ভরপুর করে দিয়েছে। আর এই কারণেই বড় বড় জাতির ওপর আল্লাহর আজাব পতিত হয়েছে। এই জিনিসকেই গুনাহ বলা হয়। [৪]

অন্য একটি স্থানে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুনাহের সংজ্ঞা দিয়েছেন—

وعن النَّوَّاسِ بنِ سمعانَ قالَ: سألْتُ رسُولَ اللهِ ﷺ عنِ البِرِّ والإثمِ فقالَ :البِرُّ: حُسْنُ الخُلُقِ، والإثْمُ: مَا حاكَ فِي نَفْسِكَ، وكَرِهْتَ أَنْ يطَّلعَ علَيْهِ النَّاسُ رواهُ مسلم.

নাওয়াস বিন সামআন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে নেকি ও গুনাহর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি ইরশাদ করেন, নেকি উত্তম চরিত্রের নাম আর গুনাহ হল তা যা তোমার বক্ষের মাঝে প্রভাব বিস্তার করে এবং লোকেরা সেটি জানুক তা তুমি অপছন্দ কর।[৫]

বর্তমান সমাজের অবস্থা তখনকার সময় থেকে বহুগুণ বেশি খারাপ হয়ে গেছে। মানুষজন প্রকাশ্যে লোকচক্ষুর সামনেই গুনাহ করে বেড়ায়। গুনাহে লিপ্ত হওয়ার পর কিন্তু তাদের কাছে সামান্য পরিমাণ অনুতাপ ও অনুশোচনাও হয় না। তাদের অন্তরে পেরেশানির কোন চিহ্ন, আলামত ও প্রভাব থাকে না। বরং তার বিপরীতে এসকল গুনাহ করে খুশি ও গর্ব অনুভব করা হয়। আর না তাদের এই ভয় থাকে যে, লোকসমাজে এই বিষয়টি বা

[৪] সুনানু ইমাম সাইদ ইবনু মনসুর: ২৬৬০
[৫] সহিহ মুসলিম: কিতাবুল বির ওয়াস সিলাহ, হাদিস নং ২৫৫৩

ব্যাপারটি জানাজানি হয়ে যাবে। বরং অত্যন্ত আনন্দের সাথে তার বর্ণনা অন্যান্য মানুষকে দেওয়া হয়।

দেখেন নি আজকাল আমাদের সমাজব্যবস্থায় স্কুল, কলেজ, গলি ও মহল্লায়-মহল্লায় গান বাদ্যের প্রতিযোগিতার আয়োজন হচ্ছে, ব্যাপকহারে জুয়া খেলা চলছে, ফ্যাশন শোর নামে অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, নোংরামি এবং উলঙ্গপনার প্রতিযোগিতা চলছে, সাহিত্যের নামে অশালীন যৌনসুড়সুড়িমূলক কবিতার আসরের আয়োজন সরগরম হচ্ছে, কৌতুকের নামে অশ্লীলতার আড্ডাবাজী জমছে?

এভাবে পরিধেয় বস্ত্র নির্বাচনের জন্য ফ্যাশন শো করাটা গুনাহের বাজার নয় কী? আর ফ্যাশন শোর চেয়ে বেশি সৌন্দর্য প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা এগিয়ে যাচ্ছে না?

কৌতুকের নামে মিথ্যাচার করার স্টেজ কী প্রস্তুত করা হয় না?

এমনকি অবস্থা এতটাই সঙ্গিন হয়ে গেছে, কোন ব্যক্তি সৎপথে চলতে চাইলে তাকে মৌলবি, দাকিয়ানুস, একঘেয়েমি, ঘরকুণে ও সন্ত্রাসবাদীর মত উপাধিতে ভূষিত করা হয়। আর চেষ্টা করা হয় তাকে যেন কোনো না কোনো ভাবে Degrade করা যায়। যখন গুনাহ ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ে, গুনাহর সয়লাব হয়, রাষ্ট্রীয়ভাবে তার বৈধতা অর্জন হয়ে যায় এবং সৎ ও নেককাজকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয় তখন বুঝে নিতে হবে, সেই সমাজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। লাঞ্ছনা ও অপমান তার ভাগ্যলিপি হয়ে গেছে।

গুনাহর সাধারণ তিনটি উদ্রেককারী বস্তু

দুনিয়াতে ভাল কাজ ও খারাপকাজের শক্তিসমূহ এক ব্যায়িত সময়ের আমল, যদিও প্রতিটি মানুষ স্বাভাবিকভাবে জানে যে, খারাপ কাজে লিপ্ত হওয়া তার জন্য ক্ষতির কারণ হবে, তার অসফলতা, নৈরাশ্য, বদনামী হওয়া এবং কুখ্যাতি লাভ করার কারণ হবে। আর নেককাজ তার জন্য সুনাম-সুখ্যাতি, কামিয়াবি, ইজ্জত-সম্মান এবং উভয় জাহানের উপকার ও কল্যাণের কারণ হবে, কিন্তু এমন কি কারণ থাকতে পারে যে, ব্যাপকাকারে ইনসান এসব কিছু জানা বুঝার পরেও সেগুলো তাদেরকে খারাপকাজে ও গুনাহে নিমজ্জিত করে? যখন ব্যক্তি কোন কাজ করতে শুরু করে তখন তার ভাল ও খারাপ বাহু উভয়টি তার সামনে থাকে, এবং ব্যক্তি তাদের ক্ষতি ও কদর্যতাকে বুঝতেও পারে। কিন্তু যখনই আমলের সময় আসে তখন তার হাত, পা, তার জবান, তার চক্ষুদ্বয় এবং তার কান সবকিছুই খারাপ ও মন্দকাজের দিকে লাফালাফি করতে থাকে। ঐ সময় মানুষ সামান্য সময়ের জন্য বিশ্রাম নিয়ে চিন্তাফিকির পর্যন্ত করে না যে সে কী করছে? যদি কখনো সামান্য সময়ের জন্য এমন ভাবনা এসেও যায় তবে তাকে আকস্মিক এক ধাক্কা দেয়। সাধারণত গুনাহের প্রতি ধাবিতকারী জিনিস তিনটি— যথা,

১. নারী।

২. ধন-দৌলত।

৩. জায়গা-জমি।

গুনাহের প্রথম কারণ:

মানুষকে গুনাহের মধ্যে নিমজ্জিত করার ক্ষেত্রে নারী হল মৌলিক একটি বস্তু। নারীকে পাওয়ার আকাঙ্খা ও লোভে মানুষ অনেক বড় বড় গুনাহে নিমজ্জিত হয়ে যায়, এমনকি কখনো কখনো তো হত্যা,

লুটপাট ও ডাকাতি পর্যন্ত করে ফেলে। অন্যথায় চারিত্রিক ব্যাধি তো তার প্রথম স্টেজ।

মহিলাদের ফিতনার ব্যাপারে সনাক্ত করতেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে, আমি দুনিয়া থেকে যাবার পর আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকারক ফিতনা আমি মহিলাদের ফিতনাকে দেখছি।

নারীকে পাবার আশায় বৈধ ও অবৈধ উপায় অবলম্বন করা হয়। কোন না কোনোভাবে নিজের পছন্দের মেয়েকে পাওয়া জীবনের মাকসাদ ও উদ্দেশ্য বানিয়ে নেওয়া হয়।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমলের নির্ভরশীলতা হল নিয়তের মাঝে। প্রত্যেকের জন্য তাই রয়েছে যার নিয়ত সে করেছে। সুতরাং তাই যার হিজরত হবে দুনিয়া লাভের বা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে- সে উদ্দেশ্যই হবে তার প্রাপ্য। (আল্লাহ তাআলা তাকে কোন প্রতিদান দিবেন না)। (সহিহ বুখারি)

মোটকথা হল যে, মানুষ নারী অর্জনের জন্য বড় বড় অপরাধ করে বসে।

গুনাহের দ্বিতীয় সাধারণ কারণ:

গুনাহে নিমজ্জিত হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হল; ধন-দৌলত উপার্জন করা। মানুষ বেশি থেকে বেশি ধনসম্পদ উপার্জন করে সম্পদশালী হওয়ার জন্য এমন সকল পথ-পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করে ফেলে, যে কারণে সম্পদের দেবিকে নিজের করায়ত্ত করে নিতে পারে। এর জন্য হোক না কারো হক মেরে দিতে হলে হক মেরে দেয়, কারো কোন ক্ষতি করতে হলে ক্ষতি করে ফেলে, চুরি ডাকাতি এমনকি ন্যাক্কারজনক কাজ যেমন কাউকে হত্যা করার প্রয়োজন হলে হত্যা করে ফেলে। সে রাতারাতি লাখপতি ও কোটিপতি হতে

হলে যা যা করার দরকার সেগুলোর গুনাহ করতে থাকে যা তার জন্য করা সম্ভবপর হয়।

গুনাহের তৃতীয় কারণ:

গুনাহে নিমজ্জিত হওয়ার তৃতীয় কারণ; যার দিকে মানুষের লোভ-লালসা আসার কারণে অন্তর ধাবিত হয়ে যায় তাহল জায়গা-জমি। এই পুরো দেশে যেসব আদালত রয়েছে, উকিলদের সারি, জজদের বিচারালয়, আদালত কাচারি প্রতিষ্ঠিত আছে এবং শুরু থেকে নিয়ে আজ অবধি এক নিয়মমাফিক নেজাম চলে আসছে এগুলোর শেষ কোথায়? এ হল মানুষের কামনাবাসনা জায়গা-জমি ও ধন-দৌলত সোনারোপার চক্কর সৃষ্টি করার নেজাম। এসকল বিচারালয়, আদালতসমূহ, উকিল, জজ-ব্যারিস্টার সকলেই জায়গা-জমির ঝগড়া মিটাতে মিটাতে বৃদ্ধ হয়ে মারা যাচ্ছে এবং তার স্থানে নতুন নতুন জজ ব্যরিস্টার আসছে এবং তারাও বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। এভাবেই জমি সংক্রান্ত মোকাদ্দামা যারা নেয় তাদেরও একই অবস্থা। এরই ভিত্তিতে হত্যা হচ্ছে। কেন? এর কারণ হল মানুষ সবসময় এই লালসায় থাকে যে, বেশির থেকে বেশি জমিনের মালিক যাতে সে হতে পারে। বেশির থেকে বেশি জমিনে তার কর্তৃত্ব যাতে চলে, সে বিনা অংশীদারত্বের ভিত্তিতে যেন মালিক হতে পারে। যদি তার কাছে এক একর থাকে তাহলে এমতাবস্থায় তার যদি ৫০ একর মিলে যায় তাহলে তো আরাম আয়েশ এর জিন্দেগী হয়ে যাবে। যদি ১০০ একর থাকে তাহলে হাজার হওয়া চাই। এই লোভ-লালসা ও লিপ্সা ইত্যাদি তার মাধ্যমে বড় বড় অপরাধ ও গুনাহ সংঘটিত করায়।

যেহেতু মানুষ এসব জিনিসের জন্য লালায়িত থাকে। কোনো না কোনোভাবে যদি এসব জিনিস তার কব্জায় এসে যায় তাহলে সে দুনিয়ার প্রভাবশালী ও জাঁকজমক সমৃদ্ধ একজন সাহেব ও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন একজন ব্যক্তিতে পরিণত হবে।

তাইতো মক্কার কুফফাররা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লোভ দেখিয়েছিল যে, যদি সে মাল ও দৌলত চায় তাহলে আমরা সকল ধন-সম্পদ স্তূপাকারে তার পদতলে এনে জমা করব। আর যদি সে কোন সুন্দরী ও লাবন্যময়ী মহিলাকে চায় তাহলে যেই মহিলার দিকে তিনি ইশারা করবেন আমরা তার বন্ধনে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। আর যদি তিনি এই ভূমির বাদশাহি কামনা করেন তাহলে আমরা তাকে নিজেদের বাদশাহ ও সরদার মেনে নিলাম। কিন্তু শর্ত কী ছিল? শর্ত ছিল সে যেন আমাদের মাবুদ, আমাদের উপাস্য, আমাদের দেবদেবিদেরকে কিছু না বলে এবং তাদেরকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন না করে, এটা না বলে যে, এসব দেবদেবি ও মূর্তিগুলো কিছুই করতে পারেনা, আমাদেরকে গুনাহে লিপ্ত হতে যেন বাঁধা না দেয়। আমরা এ সকল শর্তাবলী ও দাবি গুলো মানার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু দোজাহানের সরদার কী বললেন? তিনি বললেন, 'হে কাফেররা শুনে নাও! যদি তোমরা আমার ডানহাতে চাঁদ আর বামহাতে সূর্য এনে দাও তবুও আমি আমার রবের তাওহীদ তথা একত্ববাদ বর্ণনা করা থেকে একচুল পরিমাণ পিছপা হবোনা, কখনো তার প্রচার থেকে ফিরে যাব না। এগুলো তোমাদের খামখেয়ালি যে তোমরা এতসব লোভ লালসা দেখিয়ে আমাকে তাওহিদের বাণী প্রচার করা থেকে বিরত রাখতে চাও। এভাবেই তাঁর সত্য ঘোষণা ছিল যে, আমি অন্যায় ও গুনাহের খেলাফ শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়াই করতে থাকব, এর পরিণাম যাই হোক না কেন।'

কুরআনের ভাষায় অন্যায় ও খারাপ কাজে লিপ্ত হওয়ার কিছু কারণ:

খারাপকাজে আকৃষ্টকারী কিছু কারণ কুরআনে কারিম একস্থানে এভাবেই সনাক্ত করেছে,

আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ﴾

মানবকূলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশুরাজি এবং ক্ষেত-খামারের মত আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রী। এসবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। আল্লাহর নিকটই হলো উত্তম আশ্রয়।[১]

এই আয়াতে কারিমার মধ্যে আল্লাহ তাআলা সেইসব বিশেষ নেআমতসমূহের আলোচনা করেছেন যা তিনি নিজের বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং বিশেষভাবে সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর রেখেছেন যে, প্রত্যেক মানুষই সেদিকে মনোনিবেশ করে ও ধাবিত হয়ে যায়। আর সেগুলোকে হাসিল করতে হলে সম্ভাব্য সকল চেষ্টা করে। আর এই চেষ্টা-প্রচেষ্টায় সে আল্লাহর অবাধ্যতা ও গুনাহের কাজও করে বসে। এমন নেআমত যা পেয়ে বান্দা নিজের সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে গিয়ে তাঁর অবাধ্যতা ও গুনাহ করে বসে সেগুলো এই আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে:

- নারী
- সন্তান-সন্ততি
- সোনারোপার স্তুপ (ব্যাংক-ব্যালেন্স
- চিহ্নিত ঘোড়া (নতুন নতুন মূল্যবান গাড়ি)
- গবাদি পশুরাজি (বিভিন্ন পশুর খামার)
- ক্ষেত-খামার।

[১] সুরা আলে ইমরান: ১৪